পূর্ব ভারতে এই প্রথম

হ্যালসিয়ন রেডিওথেরাপি সিস্টেম

সহায়ক পুস্তিকা

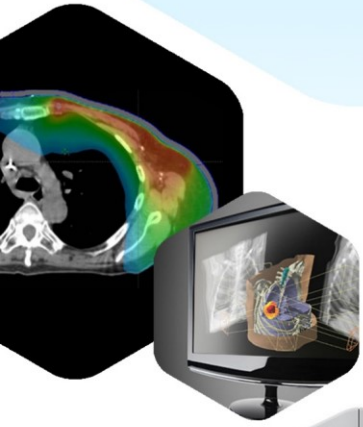

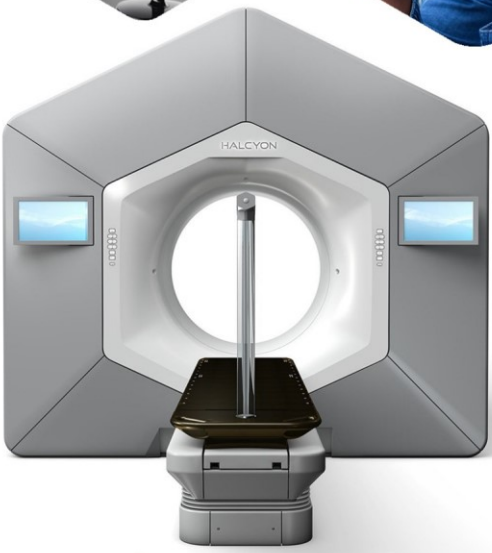

Apollo
CANCER CENTRE

হ্যা ল সি য় ন
রে ডি ও থে রা পি

প্রাথমিক কথা

ক্যানসার নির্ণয়ের পরবর্তী পদক্ষেপ হল তা নিরাময় বা প্রশমনের জন্যে সঠিক চিকিৎসা। ক্যানসারের বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসার মধ্যে রেডিওথেরাপি অন্যতম। হ্যালসিয়ন রেডিওথেরাপি সিস্টেম – এর মাধ্যমে এই চিকিৎসা অত্যন্ত কার্যকর ভাবে করা সম্ভব।

এই গাইডবুকটি থেকে আপনি জানতে পারেন কিভাবে হ্যালসিয়নের মাধ্যমে ক্যানসারের চিকিৎসা করা হয়, এই নতুন যন্ত্রের প্রযুক্তিগত সুবিধা এবং ক্যানসার চিকিৎসা সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য।

হ্যালসিয়ন কিভাবে কাজ করে?

রেডিওথেরাপির পদ্ধতি প্রত্যেক রোগীর জন্য স্বতন্ত্র। এই যন্ত্র থেকে নির্গত বিকিরণকে অত্যাধুনিক পদ্ধতিকে কেন্দ্রীভূত করা হয় যাতে তা টিউমারের আকার ও আয়তন অনুযায়ী টিউমারের উপরে প্রভাব ফেলে এবং সংলগ্ন সুস্থ-স্বাভাবিক অঙ্গ রক্ষা করে।

অ্যাপোলো ক্যানসার সেন্টার পূর্ব ভারতে এই প্রথম নিয়ে এসেছে হ্যালসিয়ন - রেডিওথেরাপি চিকিৎসার নবীনতম সংযোজন। এর অভিনব প্রযুক্তির মাধ্যমে রেডিওথেরাপি এবার হবে আরও সুনির্দিষ্ট এবং আগের চেয়ে অনেক শান্তিপূর্ণ ও আরামপ্রদ পরিবেশে।

হ্যালসিয়ন রেডিওথেরাপির বিশেষ সুবিধা

দ্রুততর

দ্রুততা ও দক্ষতা – এই দুইয়ের অসাধারণ মেলবন্ধনে তৈরী করা হয়েছে হ্যালসিয়ন। মাত্র ১৫ সেকেন্ডে ইমেজিং ও তার পরে নয়টি ধাপে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করতে সক্ষম এই সিস্টেম। ফলে রোগীকে মেশিনের মধ্যে থাকতে হবে খুবই কম সময়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১০ মিনিট বা আরো কম; অন্যান্য মেশিনের তুলনায় প্রায় অর্ধেক।

সুনির্দিষ্ট

হ্যালসিয়নের অন্যতম বিশেষত্ব এর ডুয়াল লেয়ার মাল্টি লিফ কলিমেটর (এম এল সি) যার মাধ্যমে রেডিয়েশন হবে আরো সুনির্দিষ্ট এবং নিখুঁত। অ্যাপোলো ক্যানসার সেন্টার –এর এই নতুন মেশিনটি নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী।

সুবিস্তৃত পরিসর

হ্যালসিয়নের মাধ্যমে মস্তিষ্ক, নাক-মুখ-গলা, প্রস্টেট, ফুসফুস, জরায়ু, স্তন – ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের ক্যানসারের চিকিৎসা করা সম্ভব।

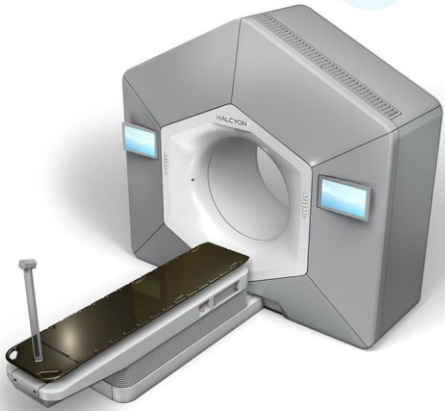

“বেশ আরামে আর কম সময়ে রেডিয়েশন হল; এত সহজেই হবে, **আমি ভাবতেই পারি নি**”

শ্রী অরুণ মুখার্জী
জনৈক ক্যানসার আক্রান্ত
কলকাতা

আরামপ্রদ

হ্যালসিয়ন মেশিনরুমটি বিশেষ ভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত এবং শব্দবিহীন। এর প্রশস্ত পরিসর, মৃদু আলোকসজ্জা এবং অনুচ্চ চিকিৎসা শয্যা ইত্যাদি সংযোজিত হয়েছে বিশেষ ভাবে রোগীর আরাম ও সুবিধার জন্য। হ্যালসিয়নের ইমেজিং এবং অন্যান্য অংশগুলি সম্পূর্ণ আবৃত, অর্থাৎ দেখতেই পাবেন না যে কোনও কিছু আপনার চারিদিকে ঘুরছে।

সুরক্ষিত

রুগীর সুরক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হ্যালসিয়ন মেশিনের তিনটি ক্যামেরা এবং ইন্টারকম রয়েছে যার সাহায্যে রেডিয়েশন থেরাপিস্ট সব সময় আপনার সুবিধা আসুবিধার ওপর নজর রাখতে পারবেন এবং প্রয়োজনে আপনার সাথে কথা বলতে পারবে। যদি কোনো কারণে অসতর্কতায় চিকিৎসা চলাকালীন রোগীর দেহ মেশিনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে, সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যাবে নিজে থেকেই। এছাড়াও চিকিৎসা শয্যার উচ্চতা কম রাখা হয়েছে রোগীর ওঠানামার সুবিধার কথা ভেবে।

হ্যালসিয়নে ক্যানসার চিকিৎসার পদ্ধতি

সবার ক্ষেত্রে একরকম না হলেও সাধারণ ভাবে নিম্নলিখিত ধাপগুলির মাধ্যমে চিকিৎসা হয়।

টিউমার ভিসুয়ালাইজেশন

এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিতে চিকিৎসার পূর্বে শরীরের মধ্যে টিউমারটির সঠিক ত্রিমাত্রিক অবস্থান, আকৃতি,আয়তন প্রভৃতি চিকিৎসক দেখে নিতে পারেন। এর সাহায্যে দেহের নির্দিষ্ট স্থানে অত্যন্ত নিপুণভাবে রেডিয়েশন প্রয়োগ করা সম্ভব।

ট্রিটমেন্ট প্ল্যানিং

উপরোক্ত ত্রিমাত্রিক ছবির সাহায্যে রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট ও মেডিকাল ফিজিসিস্টের টিম ঠিক করেন আপনার ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য ঠিক কতদিন এবং কতটা মাত্রার রেডিয়েশন প্রয়োজন এবং কিভাবে বিভিন্ন কোণ থেকে তা প্রয়োগ করা উচিত।

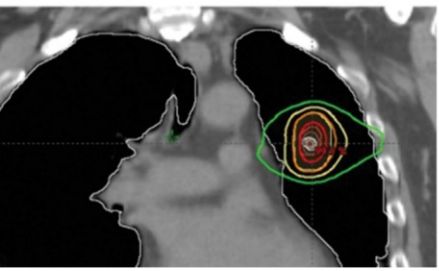

ট্রিটমেন্ট ডেলিভারি

চিকিৎসার সময়ে রেডিয়েশন থেরাপিস্ট প্রথমে আপনাকে চিকিৎসা শয্যাটির ওপরে সঠিক ভাবে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানটি নিতে সাহায্য করেন যাতে আপনার কোনও অসুবিধা না হয়। প্রতিদিন চিকিৎসার ঠিক পূর্বে দেহের মধ্যে টিউমারটির সঠিক অবস্থান ও আয়তন দেখে নেওয়া হয় মেশিনের নিজস্ব সি টি স্ক্যানের মাধ্যমে। এরপর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে চিকিৎসা শুরু করা হয়।

লিনিয়ার এক্সিলারেটর (লিন্যাক) নামক যন্ত্রের সাহায্যে চক্রাকারে রেডিয়েশন প্রয়োগ করা হয় এই যন্ত্রে। তবে সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি থাকবে আপনার দৃষ্টির আড়ালে।

চিকিৎসার সময়ে আপনি সর্বদাই আপনার থেরাপিস্ট- এর সাথে যুক্ত থাকবেন। মেশিনের নিজস্ব ক্যামেরা এবং ইন্টারকমের মাধ্যমে প্রথমদিন একটু বেশি সময় লাগলেও সাধারণত পুরো পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ হতে লাগে মাত্র কয়েক মিনিট

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

সাধারণত, দেহের কোন অংশে চিকিৎসা চলছে রেডিয়েশনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তার ওপর নির্ভর করে। মিউকোসাইটিস বা মুখবিবরের জ্বালাযন্ত্রণা, খাবার গিলতে আসুবিধা, বমিবমি ভাব, পেট খারাপ, রেডিয়েশনের স্থানে ফুলে যাওয়া, লিম্ফ-প্রবাহের সমস্যা বা লিম্ফ-ইডিমা, ফুস্‌ফুসের প্রদাহ বা নিউমোনাইটিস এবং ভবিষ্যতে দ্বিতীয় ক্যানসারের সম্ভাবনা ইত্যাদি পার্শ্বপ্রতি-ক্রিয়াগুলি হতে পারে। আপনার ক্যানসারের চিকিৎসা হ্যালসিয়নের মাধ্যমে করার বিষয়ে আপনার চিকিৎসকের সাথে কথা বলুন।

ফলো-আপ

চিকিৎসা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আপনাকে নিয়মিত চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। এই সময় তিনি আপনার রোগটির পরিস্থিতির ব্যাপারে নজর রাখবেন। এইসময়ে চিকিৎসকের সাথে আপনার অন্য কোনো চিকিৎসা, শারীরিক পরিস্থিতি এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলির ব্যাপারে আলোচনা করুন।

অ্যাপোলো ক্যানসার সেন্টারে আপনার রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট – এর সাথে কথা বলুন

হ্যালসিয়নের বিষয়ে পরিচিতির জন্য এই পুস্তিকাটিতে রেডিয়েশন সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য গুলির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বিশদ জানতে আপনার চিকিৎসক বা তাঁর দলের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করুন।

বিবিধ তথ্যঃ রেডিওথেরাপি এবং হ্যালসিয়ন রেডিওথেরাপির সব ধরণের ক্যানসার বা সব স্টেজের ক্যানসারের জন্য প্রযোজ্য নয়।

প্রকৃত চিকিৎসার সময় বিভিন্ন রুগীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে সাধারণত কয়েক সপ্তাহব্যাপী দিনে একবার করে রেডিয়েশন দেওয়া হয়।

অ্যাপোলো ক্যান্সার সেন্টার
৫৮, ক্যানাল সার্কুলার রোড
কলকাতা – ৭০০০৫৪

৯৮০৪০০০৪১০